দৈনিক ইত্তেফাক

74

তারিখ ... AUG 30 1999
পৃষ্ঠা 7 কলাম 5

পত্র লেখা

চাই সুশীল ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে সম্পর্ক হবে মধুর, অনাবিল ও প্রশান্তিপূর্ণ। ছাত্রের নিকট শিক্ষক হবেন বন্ধু, দার্শনিক ও পরিচালকের মত। ইংরেজীতে বলা হয় Friend, Philosopher and Guide। কিন্তু বর্তমানে আমরা কি এরকম শিক্ষক পাচ্ছি? স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা কোন জায়গাতেই দেখছি না যে, শিক্ষক একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে ছাত্রকে কাছে ডেকে নিচ্ছেন এবং পথ প্রদর্শন করছেন। শিক্ষক-ছাত্রের বর্তমান সম্পর্কটা যেন দেনা-পাওনার মত। শিক্ষকের মধুর ব্যবহার দিয়ে এই যান্ত্রিকতা দূর করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা ইদানীং নিজেদের দূরে সরিয়ে নিচ্ছে, যার ফলে সমাজে অশান্তি এবং নৈরাজ্য দেখা দিচ্ছে। ছাত্ররা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। রাহাজানি, চাঁদাবাজি, ছিনতাইয়ে লিপ্ত হচ্ছে। প্রকৃত জ্ঞানদাতা, মহান আদর্শে উজ্জীবিত কোন শিক্ষকের সান্নিধ্যে যে ছাত্র যায়, কখনই সেই ছাত্র এই জাতীয় কোন সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতিকর কর্মকান্ডে লিপ্ত হতে পারবে না। ছাত্র-ছাত্রীরা যদি শিক্ষককে দেখে ভয় করে তাহলে তাদের শিক্ষা অর্জন কি সার্থক হতে পারে? পরিপূর্ণ হতে পারে? ক্লাসের সীমিত সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক বিষয়ই অজানা থেকে যায়। শিক্ষকরা যদি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে যাবার অনুমতি না দেন তাহলে কোনক্রমেই শিক্ষকের জ্ঞান ভান্ডার থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা মণিমুক্তা আহরণ করতে সক্ষম হবে না। প্রাচ্যদেশীয় ঐতিহ্যে গুরুগৃহে ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল বলেই আমরা জানি। সেকালের অধিকাংশ শিক্ষকই ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে থাকতেন এবং জ্ঞানদান করতে পছন্দ করতেন। শিক্ষকরা গভীর রাতে ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ী যেতেন চুপিসারে এবং দেখতেন তারা ঠিকমত পড়ছে কিনা। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখতে পাই, অনেক শিক্ষকই ক্লাসে শিক্ষাদানের চেয়ে ব্যাচে পড়িয়ে অর্থ উপার্জনকেই মূল পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন। এটা শুধু দুঃখজনকই নয়, রীতিমত হতাশাজনক। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকদের ব্যাচে পড়ানোর সুযোগ না থাকায় তারা ছাত্রদের এড়িয়েই চলেন। অর্থ উপার্জনই যদি শিক্ষকের একমাত্র লক্ষ্য হয় তাহলে এরকম শিক্ষকের কাছে পড়াশুনা করলে ছাত্রদের প্রকৃত শিক্ষা লাভ সম্ভব নয়। আজ যারা শিক্ষা অর্জন করছে আগামীকাল বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজে তারাই নিযুক্ত হবে।

তাই শিক্ষকরা শিক্ষাদানে দক্ষ ও আন্তরিক হলে ছাত্ররা শিক্ষার সুফল পাবে। আমাদের শিক্ষার মান দিন দিন নীচে নেমে যাচ্ছে। শিক্ষকরা ভালভাবে পড়ালে নকল প্রবণতাও কমে যাবে। এই জাতিকে শিক্ষকরাই উন্নত করতে পারবেন। যদি তাই করেন তাহলে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা সমাজকে শান্তি স্বস্তি দিতে পারবে। আজকাল সমাজে ডিগ্রীধারী লোকের অভাব নেই; কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব রয়েছে প্রকটভাবে। যাদের ভেতর আমরা উদার মন, উন্নত মানসিকতা, মানবতার মহান গুণাবলী দেখতে পাবো সেই ধরনের ব্যক্তি সৃষ্টি হতে পারে শিক্ষক-ছাত্রের নিবিড় সম্পর্কের মধ্য দিয়ে।

আমরা সেই সুন্দর সোনালী দিনের প্রত্যাশায় আছি যেদিন আমাদের শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থের বিনিময়ে নয়, জ্ঞানদানের মহান উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের একান্ত সান্নিধ্যে যাবার সুযোগ দিয়ে তাদের মেধা ও মননকে ফুটিয়ে তুলবেন। তবেই দেশ, সমাজ উপকৃত হবে- একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

❑ রওনক জাহান ইভা
শেষ বর্ষ, ইতিহাস বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।